ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
৮.
বজলুর রহমান। নিজের নাম নিয়ে সে খুউব অসন্তুষ্ট। নামটা রেখেছিল বড়বোন নাজমা। এটা একটা ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই! বজলু একটা নাম হলো! একবার ঢাকার এক মেয়ে বলেছিল আপনার নামটা একেবারে রোমান্টিক না। শুনে বজলুর খারাপ লেগেছিল। বজলু বলেছিল নামে কী যায় আসে!
আসলে নামে কী কিছু যায় আসে! বজলু ভাবে।
তুই একটা কী রানু!
কোনো কী করেছি!
দেখছিস না একজন ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছি। তোরা একদম এটিকেট জানিস না।
ভালো হয়েছে। তোমার এত কী ওর সাথে!
কথা বললেই কিছু হয়ে যায় না।
এমনভাবে কথা বলছিলে যেনো কতকাল ধরে চেনো। গায়ের সাথে গা লাগিয়ে।
শোন ওরা বাঙ্গালি মেয়েদের মতো না। রাতে এক রকম সকাল হলে আর এক রকম।
আমরা বুঝি এ রকম!
তো কি।
তুমি আসলে ময়েদের চেনোই না। তোমার সেই ক্ষমতাই নেই।
হয়েছে পাকামি করতে হবে না।
তুমি শুধু রূপে ভোলো। ওই বিদেশীটা দেখতে ভাল তাই গলে পড়েছো। দেখতে ভাল না হলে এত খাতির জমাতে না।
তোর মাথা। বেশী বক বক করিস।
রানু মেয়েটা বেশ সুন্দর। একটু অন্যরকম সুন্দর। কট কটে সুন্দর না। একটু চাপা ধরনের সৌন্দর্য। কমনীয়। বজলুর খুউব পছন্দ। রানু নাজমা আপার দুর সম্পর্কের ননদ হয়। গত বছর যখন দেশে আসে তখন প্রথম পরিচয়। এর আগে কোনোদিন দেখেইনি এই মেয়েকে বজলু। খুউব অল্প সময়ে রানুর সাথে একটা হৃদ্যতা হয়ে গেলো। রানু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে থার্ড ইয়ারে পড়ে। হালকা পাতলা গড়নের মেয়েটি দেখতে বেশ মিষ্টি। গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা। শাড়ি পড়লে ওকে ঔশ্বরিয়ার মতো লাগে। আজকে পড়েছে জয়সুরি সিল্কের কামিজে ব্রোকেট, এপ্লিক কাজ সঙ্গে ব্রোকেট দোপাট্টা। রানুর এক ভাই থাকে পেনসালভেনিয়ায়। রানু ওর মাকে নিয়ে একই সাথে বরিশাল যাচ্ছে।

একটি ছেলের সাথে রানুর অ্যাফেয়ার আছে। ছেলেটি টরন্টোর ইয়র্ক উইনিভার্সিটিতে পড়া শেষ করে ওখানেই সেট্‌ল করেছে। শীঘ্রই এসে বিয়ে করবে। যদিও রানুর মুখে ছেলেটির কথা কদাচিৎ শুনতে পায় বজলু। বিয়ে যে হবে সে কথা সে জোর দিয়ে বলে না। রানুর মায়ের আগ্রহ দেখেই বোঝা যায় ছেলেটিকে তাদের পছন্দ। রানুর মধ্যে একধরনের রহস্যময়তা আছে। সব মেয়েদের মধ্যেই রহস্যময়তা থাকে। বজলুর সাথে সে খুউব ফ্রী। যেকোনো বিষয় নিয়ে সে কথা বলতে পারে।

নাজমা আপার নাতনির জন্মদিনে দেখা হয়েছিল রানুর সাথে। একটা চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠান হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে ওরা গিয়েছিল পার্কে। পার্কটা সুন্দর। বরিশালের মতো জায়গায় এ রকম পার্ক ভাবা যায় না। আগে এ রকম ছিল না। সুন্দর সুন্দর রাইড আছে। শিশুদের জন্য আদর্শ জায়গা। কিত্তনখোলা নদীর তীর ঘেষে পার্কটি। ভিতরে বেশ সবুজ গাছ গাছালি । রানু ওর দু'বন্ধুকে নিয়ে একটা দোকানে বসে ফুচকা খাচ্ছিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটা সুন্দর দেখতে ছেলের সাথে খুব ফিচকামি করছিল। ছেলেটি দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম। উল্টো করে মাথায় হ্যাট পড়া। বজলুকে দেখেই রানু ডাকল।

ভাইয়া আসো।

বজলু ওদের সাথে জয়েন করলো।

ফুসকা খাও ভাইয়া।

রানুর মুখে ভাইয়া ডাক শুনতে ভালই লাগে।

আমি ফুসকা খাবো না। তোরা খা।

কেনো পেট খারাপ হবে! আমার ভাইয়াও দেশে আসলে কিছু খেতে চায়না। ভয় পায়।

আসলে তা না। ওকে ফাইন। খাচ্ছি।

থাক জোর করে খেতে হবে না।

আসলে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এত খাওয়া হয়েছে। পেট একদম ফুল।

ছেলেটি ভিতরে যেতেই রানু বলল, ওর নাম মুরাদ। অষ্ট্রেলিয়ায় পড়াশুনা করেছে নাকি। বাবার ব্যবসা দেখছে এখন। রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বলল, আমাকে বিয়ে করতে চায়। প্রপোজাল পাঠিয়েছে।

ভালোতো। হ্যান্ডসাম আছে।

কেমন একটু মেয়েলি না!

রানুর সাথের একটা মেয়ে বলল, আমারতো ভালই লাগে ছেলেটাকে।

রানু বলল, তাহলে ঝুলে পর।

অন্য একটা মেয়ে বলল, তোর জন্যই তো পারছে না। তোর মধ্যে কী পেয়েছে আল্লাহই জানে।

আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে বলে দিব। তোরা দু'জনই ওকে বিয়ে করতে চাস।

ছেলেটি এসে পড়ায় চুপ হয়ে গেলো রানু। বজলুকে খাতির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলো ছেলেটি।

কফি খান ভাই। ভাল কফি আছে!
ওকে। দিতে বলেন।
বলে এসেছি। আমাকে তুমি করে বলবেন।
মুরাদ ছেলেটাকে তুমি করে বলা যায় বোধহয়। ছেলেটা বেশ গদ গদ একটা ভাব করছে। এধরনের ছেলেদের বজলুর বেশী পছন্দ না। ভালই যদি লাগে কাউকে কেড়ে নেয় না কেনো!
ঠিক আছে বলব তুমি করে।
এভাবেই ঘনিষ্ঠতা রানুর সাথে। তারপর যে ক'দিন ছিল বরিশাল প্রতিদিনই প্রায় রানুর সাথে ঘুরেছে। রানু দ্রুত সহজ হয়ে যায় বজলুর সাথে। মনে হয় বজলুর সঙ্গ সে বেশ উপভোগ করে। রানু মেয়েটিকে বজলুর বেশ ভাল লাগতে লাগল। বেশ কেয়ারিং। ডীপ ফিলিংস আছে। খাওয়া দাওয়া কী খেতে হবে খুউব বোঝে। নিজেও অনেক কিছু জানে। মফস্বলের মেয়েদেও মধ্যে যে ব্যাপারগুলো থাকে তা নেই রানুর মধ্যে। (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com